প্রথম আলো

তারিখ ..2·9 [illegible] ২০০৮
পৃষ্ঠা – ৪ ... কলাম ... ২

রাজশাহী মডেল কলেজ যেন অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'মডেল' না হয়

রাজশাহী অফিস

এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর রাজশাহী মডেল স্কুল ও কলেজের অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বলছেন, রাজশাহী মডেল কলেজ যেন আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মডেল না হয়। এ কলেজে এবার এসএসসিতে এ গ্রেড পাওয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। এতে তারা হতাশ।

২০০৬ সালে সারা দেশে ১১টি মডেল কলেজ করা হয়। কথা ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হবে। সে জন্য বিসিএস শিক্ষকদের দিয়ে পাঠদান করানোর সিদ্ধান্ত হয়। দুই বছরে ছয়টা সাময়িক পরীক্ষা নেওয়া হবে, নেওয়া হবে মাসিক পরীক্ষা। অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। তারই একটি এই কলেজ।

এবার এই কলেজের প্রথম ব্যাচ পরীক্ষা দিয়েছিল। এই শিক্ষার্থীরা জানায়, তাদের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস ঠিকমতো হয়নি। বিসিএস শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাস নেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। সারা বছর ব্যবহারিক ক্লাস হয়নি।

শিক্ষার্থীরা যখন এইচএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে, ঠিক তখন তাদের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ডাকা হয়। তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে শিক্ষার্থীরা না পেয়েছে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে, না পেয়েছে ঠিকমতো ব্যবহারিক ক্লাস করতে। দ্বিতীয় বর্ষে একটিও মাসিক পরীক্ষা হয়নি। ছয়টির জায়গায় সাময়িক পরীক্ষা হয়েছে চারটি।

বিজ্ঞান বিভাগের অকৃতকার্য একজন শিক্ষার্থী জানায়, সে এসএসসিতে এ গ্রেড পেয়েছিল। এ কলেজে তাদের পদার্থবিদ্যার কোনো শিক্ষকই ছিল না। খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে মাঝেমধ্যে ক্লাস নেওয়া হতো। সে জানায়, এ বিষয়ের জন্যই সে অকৃতকার্য হয়েছে। অথচ এই কলেজের একজন বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দুই বছরে নেওয়া হয়েছে ২৭ হাজার ৭৭৭ টাকা। পোশাকের জন্যও বাড়তি খরচ হয়েছে।

কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, দুই বছরের মধ্যে এক দিনও অভিভাবকদের মতবিনিময়ে ডাকা হয়নি। তাঁরা বলেন, এত টাকা দিয়ে এই কলেজে ভর্তি করার পর এবার প্রায় ৭০ জন, শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। তারা এসএসসিতে প্রত্যেকেই ভালো ফলাফল করেছিল। এমনকি এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া বেশ কয়েকজন সন্তোষজনক ফলাফল করতে পারেনি।

কলেজের অধ্যক্ষ ড. নাঈদ মো. শামসুল হুদা বলেন, ছাত্ররাই ঠিকমতো ক্লাস করেনি। অভিভাবকদের ডাকা হলে ২০ শতাংশের বেশি অভিভাবক আসতেন না। ১৫ জন বিসিএস শিক্ষক থাকলেও মন্ত্রণালয় তাঁদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষার পর কোচিং করানোর কথা ছিল, কিন্তু ছাত্ররা করতে চায়নি। ওরা বাইরে প্রাইভেট পড়তে এবং কোচিং করতে আগ্রহী ছিল।